R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই মাঘ, ১৪১৭।
০২রা ফেব্রুয়ারী ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

বইমেলা না সংস্কৃতি মেলা ?

স্মরণ দত্ত : বিরাট একটা প্রশ্নচিহ্ন ঘুরে বেরিয়েছে সর্বত্র জঙ্গিপুর বইমেলার শেষের দিন। প্রশ্নটা ছিল সবার মুখে মুখে। প্রশ্নটার মধ্যে ছিল ক্ষোভ, তীব্র ক্ষোভ, আঘাত আর যন্ত্রণা। বই-এর ছোঁয়া না পাওয়ার, বই-দেখতে না পাওয়ার, বই-এর গন্ধে স্নাত সবুজ সতেজ শুচিতায় ঘেরা ঘাসগুলোর ওপর দু'দণ্ড বসে এক অনাবিল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্রণা। প্রশ্ন ছিল বইমেলার ভেতরে মাঠের এখানে ওখানে, দু'চারজন একত্রে, সংস্কৃতি মঞ্চের সামনে চেয়ারে বসা দর্শকদের কথোপকথনে, অগণিত ক্রেতা ও বিক্রেতাদের হাহুতাশ অথবা বাইরে টিকিট কাউন্টার থেকে হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়া কত শত হতবাক বই পিপাসু মানুষের বেদনাচিত্ত মনে। কারণ ঃ শেষদিন প্রবেশমূল্য ৩ টাকা থেকে লাফিয়ে ১০ টাকা। কেন ? কেন ? বইমেলার ইতিহাসে প্রথম নজীরবিহীন এ হেন তুঘলকী সিদ্ধান্ত কেন ? জানা গেছে বিখ্যাত গজল গায়ক রফিক রানার কণ্ঠসুষমাপূর্ণ গজল পরিবেশনের মাশুল দণ্ড। বইমেলার স্বার্থে ? বই পিপাসুদের স্বার্থে ? সংস্কৃতির স্বার্থে ? না ব্যবসার স্বার্থে ? বইমেলার জন্য সংস্কৃতিমেলা ? না সংস্কৃতিমেলার জন্য বইমেলা ? সংস্কৃতিমেলাই যদি প্রাধান্য পেয়ে থাকে আর বইপিপাসুদের মনোরঞ্জন করার বিকল্প পথ হিসাবে খুঁজে নেওয়া হয় তবে তারজন্য পয়সা আদায়ের খাঁড়ার ঘা বই পিপাসু জনগণ ? বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অনায়াসলব্ধ সাহায্য নিয়ে নয় কেন ? অক্ষমতা থাকলে আদৌ প্রয়োজন ছিল কি ? সবিনয়ে প্রশ্ন রাখি – জঙ্গিপুরের বুকে অতীতের বেসরকারী বইমেলার গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্যকে সুখস্মৃতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তুলে এনে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করানোর যে দুঃসাহসিক স্বার্থক প্রতিফলন এ সময়ের কিছু ভালো কর্মকর্তারা বিগত কয়েকবছর ধরে দেখিয়ে চলেছেন, এবারের বইমেলার শেষের দিনের সিদ্ধান্ত তিন টাকা থেকে দশ টাকা করে সেই গৌরবত্বের বুকে কালিমা লেপন করে দিলেন না কি ? মনে হয় এদিনটি জঙ্গিপুর বইমেলার একটি কালো চিহ্নিত দিন। যে দিনের মধ্যে মিশে রয়েছে শুধু প্রবেশমূল্যের পয়সার ব্যয়ভারে জর্জরিত হয়ে কতশত মানুষের বই-এর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চনার দীর্ঘ হাহুতাশ। হয়তো এমন মন্তব্যকে অনেকের ঔদ্ধত্য মনে হতে পারে। তা হোক সত্য সত্যই। বাস্তব বাস্তবই। জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের মতো সীমান্তবর্তী গ্রাম-শহর-গঞ্জ ঘেরা নিম্ন মধ্যবিত্তের বসবাসকারী জায়গাতে বেপথু কিশার-কিশোরী-তরুণ-যুবদের অথবা ধীরে ধীরে চোরাস্রোতে নিমজ্জমান একশ্রেণীর গোষ্ঠীকে বইমেলার অভিমুখী করে তুলতে ৩ টাকা থেকে ১ টাকা প্রবেশমূল্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়াই বড় বেশী প্রয়োজন ছিল। তা হতো এক মহত্তম সিদ্ধান্ত। অথবা ৩ টাকার সিদ্ধান্ত বহাল থাকলেও মেলার শেষের দিন রবিবার ছুটির দিন থাকার জন্য তিনগুণ লোকও হতো। অথচ কমিটির হিসাবে ২২-১-১১ তারিখ লোকসংখ্যা ছিল ৭,৫০০ জন। সে হিসাবে তিনগুণ হলে শেষের দিন ৬০,০০০ টাকা আদায় হতো। অথচ শেষের দিন লোকসংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে নগণ্য। বিষয়টা হলো ঃ এসব কাজে অর্থ তোলা প্রয়োজন তবে জনগণের হাত থেকে কখনই নয়। বিষয়টা যখন (শেষ পাতায়)

ফ্রেণ্ডশীপ ফুটবল কাপের খেলায় মানুষের উদ্দীপনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ফ্রেণ্ডশীপ কাপের খেলা হয়ে গেল মহকুমার পাঁচটি থানা নিয়ে গত ৩১ জানুয়ারী মহম্মদপুরের জঙ্গীপুর কলেজ মাঠে। প্রত্যেক থানা এলাকার খেলোয়াড়রা অংশ নেন। ঐ দিন চূড়ান্ত খেলায় সাগরদীঘি থানাকে পরাজিত করে রঘুনাথগঞ্জ থানা জয়ী হয় দু' গোলে। এই খেলাকে উপলক্ষ্য করে মাঠ চত্বরে একটা লটারী খেলাও হয় জঙ্গিপুর এস.ডি.পি.ও.-র তৎপরতায় বিনামূল্যে। লটারীতে জয়ী প্রার্থীদের খেলার মাঠেই প্রাইজ দেওয়া হয়। (শেষ পাতায়)

ঠকবাজদের কেরামতিতে সোনার গয়না হাওয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের বস্ত্র ব্যবসায়ী ওমপ্রকাশ আগরওয়ালার বাড়ী থেকে গত ২১ জানুয়ারী কিছু সোনার গয়না লোপাট করে নিয়ে যায় দু'জন ঠকবাজ। ওমপ্রকাশ জানান, দু'জন অপরিচিত লোক বাড়ীতে ঢুকে তাঁর পুত্রবধূকে সোনার গয়না পরিষ্কারের জন্য এক ধরনের পাউডার দেখায় এবং পুত্রবধূর হাতের চুড়িগুলো পাউডার গোলা জলে ডুবিয়ে দিয়ে ঝকঝকে করে দেয়। এরপর অভিভূত হয়ে সে গলা থেকে প্রায় দু'ভরির চেনটা খুলে দেয়। লোকটি পাউডার গোলা হলে সেটিও ডুবিয়ে দেয়। ঐ সময় দোকানের এক কর্মী খাবার জন্য আসেন। পুত্রবধূ অন্যমনস্ক হয়ে খাবার আনতে ভেতরে যাওয়া মাত্র ঐ দু'ব্যক্তি উধাও হয়ে যায়।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই মাঘ বুধবার, ১৪১৭

নিরাপত্তাহীনতায়

কলিকাতা কল্লোলিনী হইতে পারে – সে তো মহানগরী। বহুজাতিক মানুষের সমাগম, উপস্থিতি, বসবাস সেইখানে। নানা কাজে আসা যাওয়া মানুষের ভিড় সকাল সন্ধ্যা নিত্যদিন তাহার বুকে আছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহার সহিত পাল্লা দিয়া চলিয়াছে যান আর যানবাহন। চারিদিকে শুধু ব্যস্ত মানুষ, মানুষের গতিচঞ্চল ব্যস্ততা। হইতেই পারে। কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই। কিন্তু মফঃস্বল শহর ! তাহার দেহেও পরিবর্তনের বহু নামাঙ্কিত নামাবলী। যত্রতত্র বসত আর বসতিতে শহরের নাভিশ্বাস। মানুষে মানুষে শহরের পথঘাট একপ্রকার ছয়লাপ। সেতুর কল্যাণে যানবাহনের বিরামহীন গতিসঞ্চার এবং গতিময়তা পথের নিরাপত্তায় সদাশঙ্কা। শহরের ভৌগোলিক চেহারায় অনেক পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন। বাড়িয়াছে জনসংখ্যার চাপ এবং তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে যান আর যানবাহন। শহরের অল্প পরিসর রাস্তায় তাহাদের জট আর জটলা। দেখিয়া মনে হয় – 'যেন জন-সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার'। যানবাহনের বেপরোয়া গতিভঙ্গে উচ্চকিত উচ্ছ্বাস। বিশেষ করিয়া হেলমেটবিহীন মোটর-সাইকেল আরোহীদের ব্যস্ত সময়ে শহরের পথে পথে তুরীয় গতিতে চলাফেরা। শহরবাসী শিশু-বৃদ্ধদের প্রয়োজনে চলাফেরায় এখন রীতিমত নিরাপত্তাহীনতা। আর যাহারা পথচারী সাধারণ পদাতিক তাহাদেরও শঙ্কা-আশঙ্কা কম নয়। তাহাদের আঘাত পাওয়া ও আহত হওয়া নিত্যদিনের জলভাতের মত একটা তুচ্ছ ব্যাপার মাত্র। মানবিকতা এখন কর্পূরের মত উদ্বায়ী বস্তু। আরোহীরা গতির নেশায় বুঁদ হইয়া চলিতে গিয়া পথচারী কোন মানুষকে আঘাত করিয়া সামান্য সৌজন্যটুকু প্রকাশ করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। দেখা যায় মোটরচালিত দ্বিচক্রযানের আরোহীদের অনেকেই আঠারোর অনুর্দ্ধ। প্রায় প্রতি যানে আরোহীদের সংখ্যা তিন। স্কুল কলেজগামী ছাত্রীদের চলার পথে বিশেষ করিয়া তাহাদের আনাগোনা। তাহার সহিত চলে তাহাদের টিজিং এবং অশালীন মন্তব্য। অভিভাবকেরা এই বিষয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত। শহরের রাস্তায় নানা প্রকার যান এবং রোমিওদের জট-জটলায় উঠতি বয়সী আরোহীদের মাত্রাহীন উৎপাত ভারাক্রান্ত শহরের বুকে অন্য একটি মাত্রা সংযোজন করিয়াছে। প্রশাসন এই বিষয়ে সচেতন না বলিলেই চলে।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মঞ্জুরের ড্রাইভার মারা যায়নি

গত ২৬ জানুয়ারী ২০১১ জঙ্গিপুর সংবাদ-এ 'মঞ্জুর আলি এখন জঙ্গিপুর হাসপাতালে পুলিশ কাষ্টডিতে' প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছি – বোমা বিস্ফোরণে কোন ব্যক্তি মারা যায়নি। মঞ্জুরের ড্রাইভার সফিকুল সেখ জামিন নিয়ে বহাল তবিয়তে তার ভুরকুণ্ডা গ্রামে আছে।

জালালুদ্দিন সেখ, সদস্য, দফরপুর জি.পি.

কোন্ পরিবর্তন গণতন্ত্রে কাম্য ?

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

সারা পৃথিবীতে খুবই সফলভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৃটেন, আমেরিকা ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশে। যাদের আমরা ধনতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী বেনিয়া নানা শব্দে ভূষিত করি তারাই কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্রের পূজারী। বৃটেনে তো প্রতি ভোটেই একবারে উল্টেপাল্টে দেওয়া হয়। আমেরিকায় ইরাক, ইরাণ, আফগানিস্তানে সরকারের আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদে লাখো মানুষ রাস্তায় নেমে মিটিং মিছিল করে, বই লেখে। বাঁধাধরা ভাবে মানুষকে "দলের" করে রাখা, অন্ধ সমর্থক করার মরিয়া টানাটানি, মতুয়া আর ফুরফুরার লটাপটি, – নির্লজ্জ ও নৃশংস হানাহানিও সেখানে লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটা বহু অনুসৃত রাস্তা, সে দেশটার নাম অবশ্যই ভারত। তার অন্যান্য বহু রাজ্যে যদিওবা দীর্ঘ অন্ধকারের পর আলোর রেখা দেখা যায়, পশ্চিমবাংলায় কখনো নয়। উড়িষ্যা, বিহারও যেখানে উল্টেপাল্টে দেয়, ক্রিমিন্যাল, চরিত্রহীন মফিয়াদের দলের পতাকা ও সিম্বলকে ছেঁড়া জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাদের সময় লাগেনা, যারা চাল, গম, ঠিকাদারী, চাকরী ইত্যাদি পাইয়ে দেওয়া দেওলিয়া রাজনীতির কাছে মাথা বিক্রি করে দেশ বা রাজ্যকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়না দুভার্গ্য এই, তারা সবাই ভিন রাজ্যের বাসিন্দা – এ রাজ্যের নয়। পরিহাসের এটাই যে, এই রাজ্যেই কিন্তু জন্মেছিলেন – বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী, সুভাষ ! এঁদের বাণী–জীবনী ছাত্রযুবকরা কতটা নিলো তা দেখার কেউ নাই। এঁদের ছবি পার্টি অফিসে টাঙ্গিয়ে আর সিনেমা তৈরী করে খেলো অনেকেই ! দেশ বিদেশের পুরস্কারও জুটলো তাদের। ডি-লিট এ ছেয়ে গেল পোড়ার দেশে। আদর্শই তো ডিলিট হয়েছে জীবন থেকে। তবু হাওয়া তোলার চেষ্টা হচ্ছে পরিবর্তন চাই। তাও আবার পশ্চিম বাংলায়। এটা জনজনার্দনের স্বার্থে পরিবর্তন না দেশের সুরক্ষা-শান্তি সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিবর্তন ? নাকি যারা ডাঁটা শুদ্ধ গিলে ভরা পেটে নড়তে পারছেনা তাদেরকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে আর একদল উপোসী ছারপোকা যাতে রাজ্যের দখল নিতে পারে তার জন্য পরিবর্তন ? পরিবর্ত্তনটা কেমনতরো চাই এবং কারা চায় ? বাঘ বা হায়নার গায়ের উটকো গন্ধে একদল ফেউ নাকি একটু দূরত্ব রেখে রেখে চলে। কিছু জোনাকীও ওদের গায়ে বসে। ইদানিং কিছু বুদ্ধিজীবী যারা একটা সময়ে সুকান্ত-শরৎচন্দ্র সাজার চেষ্টা করে এবং তা না পেরে বামপন্থীর বটতলা গরম করা বই, যাত্রা, সিনেমা, ছড়া বানিয়েছে, সাহিত্যিক বলে পুরস্কৃত হয়েছে সুকান্তের ভাইপোর কাছে, ওরা ধরে নিয়েছে বুদ্ধব্যাণ্ড আর নাও বাজতে পারে, মমতা ব্যাণ্ডের বাজার এসে গেল। তারা রাতারাতি চুল উস্কোখুস্কো করে, দাড়ি রেখে, বাউলের মতো আলোয়ান চাপিয়ে পরিবর্তন চাই বলে জয়মা মমতাকী বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ৫০ × ৫০ ফ্লেক্সেও এতসব বুদ্ধিজীবী আঁটছেনা। এদিকে রাজ্যের সাহিত্য তো প্রায় নাভির নীচ দেশে ঘোরাঘুরি করছে, নাটক তো সমুদ্রপারের ছাপ না থাকলে বিকোয়না, নভেলগুলো পর্ণগ্রাফী। ব্যতিক্রমী অল্প কিছু লেখক লেখিকা বাদ দিলে আজকের সাহিত্যের আকাশে যারা জ্যোতিষ্ক হয়ে সম্মানিত তাঁরা প্রায় সবাই উলঙ্গ রাজার বা রাণীর স্তুতি গানে ব্যস্ত। পরিবর্তন চায় তাদের যারা দিল্লী থেকে, কোলকাতা থেকে মোটা টাকার পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, ভারতরত্ন, রায়চাঁদ, প্রেমচাঁদ, অস্কার, রবীন্দ্রপুরস্কার সব নিতে চায়। বস্তির কথা, এঁদো গলির কথা, স্লামডগদের কথা যতো রাজ্যের বা দেশের খারাপ দিক আছে তাকে খাদ থেকে তুলে এনে বিশ্বের ঝাঁ চকচকে দরবারে সশব্দে ফেলার ঠিকাদারী নিয়ে ভারতের শেষ গৌরবটাও কেড়ে নিতে তারা ব্যস্ত। এটা করতে পারলে বিদেশের বহু সংস্থা আছে যারা এইসব পরশুরামদের জন্য পুরস্কারের ডালা সাজিয়ে বসে আছে। দুর্ভাগ্য এই দেশের যে, ~~তাতে~~ একটা সময় ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়ও পা দিয়েছিলেন। বাংলার মতো এত আঁতেল, এত কবি, এত কুঁড়ে, এত বেইমানই বা কোথায় ? নিজেদের স্বার্থে পরিবর্ত্তন চায় নেতানেত্রীরা। তুই এতদিন খেলি এবার আমায় দে। তুই হাড় চিবোতে পারিসনি। দাঁতের জোর কমেছে সরে যা। আমরা হাড়ও চিবিয়ে ছাতু করে দেব। তাই পরিবর্তন চাই। একটা পঞ্চায়েৎ, একটা জেলা পরিষদ নিয়েই দেখিয়ে দিয়েছি গোষ্ঠিবাজীর কেচ্ছা, লুঠের লটবহর, তালা ঠোকাঠুকি। এবার লোকে দেখবে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই রাইটার্সের গেটে তালা মেরে ভুঁড়ি ও হাইড্রোসীলওয়ালা কনেষ্ট গোপালের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন করছে। পরিবর্ত্তন চাই। সেই সুব্রত, সেই সৌগত, সেই সুদীপ, সেই সৌমেন আবার মন্ত্রী হবে – রাইটার্সে যাবে। হাতের বোতলটার লেবেল আলাদা থাকবে মাত্র। পরিবর্তন চাই। একটা তাপসী মালিকের ছবি নিয়ে মাতিয়ে দিলো যে সব দল বা মানবতাবাদী সংগঠন জঙ্গলমহলের ডজন ডজন মৃতদেহের মিছিলে তাদের ঘুম ভাঙ্গেনা। গীটার হাতে প্রায় বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করতে জাত খুইয়ে যে ন্যাড়া বিপ্লবের গানে চ্যানেল মাতায় সে ঐসব পরিবারের কান্না শুনতে পায়না। ওরা সবাই কি সুদখোর, ধর্ষক অথবা জনজাগণের শত্রু ? তাহলে এটা আগে ঠিক হোক, কিছু খুন – তা যদি এই পরিবর্তনের জন্যেই হয় তা সমর্থনযোগ্য। 'এটা তো হতেই পারে।' আর কিছু খুন, তা যদি ঐ বরাতী পরিবর্তনের উল্টো হয় তার বিরুদ্ধে মিটিং মিছিল করো। আমার গদী দখলের লড়াইটা বিপ্লব। ওদের গদী রাখার লড়াইটা হার্মাদগিরি। গান বাঁধো-ধূলো ওড়াও-মাছ ধরো।

পরিবর্তন চাই কেমন না, যে পরিবর্তন রাজাকে বা রাণীকে সমস্ত তোষামোদ থেকে দূরে রাখবে, যার ধ্যানজ্ঞান ব্রত হবে দেশের ও জনতার উন্নয়ন। সকলের কল্যাণ যার লক্ষ্য হবে। জাতপাতের দোহাই দিয়ে যে মস্তিষ্ক দেশমাতাকে টুকরো করেছে তারাই তলে তলে শতধা বিভক্ত করার ছক প্রায় সেরে এনেছে, এদের কড়া হাতে

(পর পৃষ্ঠা)

প্রসঙ্গ ঃ বইমেলা ২০১১ – ফিরে দেখা

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ ঃ বইমেলা ২০১১। সমাপ্তি দিবসে টিকিট ৩ থেকে ১০ টাকা সর্বসাধারণের জন্য। ক্ষোভে দুঃখে বহু আগ্রহী মানুষ ফিরে যান। অনেকে মন্তব্য করেন ৩ টাকা থেকে ৫ টাকা করতে পারতো টিকিটের দাম। ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন স্টল মালিকরাও। 'সাহিত্যয়নের' মালিক এসে অভিযোগ জানাল, বইমেলায়, বই-এর স্টল আগে গুরুত্ব পাবে না হ্যাণ্ডিক্র্যাপ্টসের দোকান ? ৫টি স্টল-সাহিত্যয়ন, যূথিকা, যুবশক্তি, পিসবুক ও আরো একটি ষ্টল সাংস্কৃতিক স্টেজের পাশে পড়ায় বিক্রি আশানুরূপ হয়নি। তাঁদের অভিযোগ বই এর স্টল ধারাবাহিকভাবে গেটের শুরু থেকে দিলে এ অসুবিধায় পড়তে হত না। গীতাঞ্জলির মালিকের অভিযোগ – দু'দিন বাদে টেবিল পাওয়ায় বই বিক্রি করতে পারলাম না অনেকটাই। 'চায়না' – বুক স্টলের মালিক বললেন, 'স্টল না পেয়ে কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। তথাপি বলছি এখানে বইমেলা হোক আমরা চায়। এটা বাঁচানোর জন্য ছুটে এসেছিলেম কলকাতা থেকে। সাহিত্যয়নের ঘরে প্যাকেট রেখে চলে যেতে বাধ্য হলাম। পুরসভা ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ছ'বছর ধরে যাঁরা বইমেলা পরিচালনা করে আসছেন তাঁদের ধন্যবাদও জ্ঞাপন করেন কলকাতা থেকে আগত স্টল মালিকরা। উপদেশের তালিকায় রাখেন – দমকল ঢোকার মতো একটি 'একসিট' রাখা উচিৎ ছিল যা প্রতিবছরই থাকে। এবার ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম সবতেই। পরিচালনায়, সংযোগে ও কমিটির সদস্য তালিকার পরিবর্ধনে ও পরিমার্জনে। একই মুখ – কর্মক্ষমতা থাক বা না থাক। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ক্যুইজ করার কথা সিদ্ধান্তে গৃহীত হলেও বাস্তবে তা হয়নি। রবীন্দ্র সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের কাটআউট আর দেবারতির গান ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ ব্রাত্য সবজায়গায়। এমনকি স্মরণীকায় বুদ্ধিমত্তা দেখাতে গিয়ে প্রচ্ছদে কোলাজ বোঝাতে বাদ পড়েছে রবীন্দ্রনাথের শ্রীমূর্ত্তি। পেন স্কেচের রবীন্দ্রনাথ আঁকলে জনমানসে অনেক বেশী আকর্ষিত হত। পলাশ রঙ পটভূমিতে না থাকলে কি খুব ক্ষতি হত ? বহু ত্রুটি তথাপি বিক্রি ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এ কৃতিত্ব বইমেলা কমিটির সম্পাদক ও সভাপতিরই। জনসংযোগ – বিশেষত কলকাতা পাবলিকেশনের সঙ্গে যোগাযোগ। 'দেশ' আনন্দ ছোট হলেও এসেছিল। শেষের দিন ১০ টাকা টিকিট না হলেও ১৫ লাখ টাকা মতো বেচা-কেনা ছাড়িয়ে যেত। শীতের কনকনানি উপেক্ষা করেও মানুষ এসেছে ষ্টলে ষ্টলে। বইমেলার পুরাতন কমিটির সম্প্রসারণ, সমস্ত মানুষকে বই মেলার প্রাঙ্গণে আনার আন্দোলন চাই। এবার মিছিলে হেঁটেছে খুবই কম লোক। প্রথম পাঁচ বছর বইমেলা ছিল উজ্জ্বল। এবার অনেকটাই ছন্নছাড়া।

কোন পরিবর্তন গণতন্ত্রে কাম্য ?

(২য় পাতার পর)

প্রতিরোধ করতে এক মিনিট লাগবেনা আইন পাল্টাতে। সে পরিবর্তন চাইছি কি আমরা ? আমরা চাইছি কি ঠিকাদারীর নামে আমার ছেলেও যদি শ্যালাইনে, ইনজেকশনে জল ভরে, আমার দলের নেতা যদি দেশের রাষ্ট্রীয় তথ্য পাচার করে ধরা পড়ে, দিল্লীর অফিস থেকে রাতারাতি পারমাণবিক ডাটা সম্পন্ন কম্পিউটার চুরিতে যদি আমার দলের বিজ্ঞানী মেয়ে আর মদের বিনিময়ে ফেঁসে যায়, কোনও মন্ত্রী বা নেতা যদি শুধুমাত্র ভোটে জেতার স্বার্থে দেশের পরম্পরা ও সংস্কৃতিকে খুন করে তাহলে তাকে জনআদালতে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হবে ? যা প্রতিটি ইসলামিক ও কম্যুনিষ্ট দেশে আছে। দেশ রক্ষায় বাধা কারা আমরা সবই জানি, চাঁদা ও ভোটের জন্য বলিনা। আমরা সেই পরিবর্তন চাইছি যেখানে মস্তানী ও মুনাফার কোনও মাত্রা নেই। মানুষের জন্যে বরাদ্দ অর্থ যে যে সরকারী অফিসার, মন্ত্রী, নেতা মেরে খেয়েছে, রাস্তার টাকা, চালের টাকা, হাসপাতালের টাকা, স্কুলের টাকা, পঞ্চায়েতের টাকা – মিথ্যা ভাউচার আর মাষ্টার রোল করে সব গিলেছে এতদিন, তাদের পেটে পা চাপিয়ে সুদ সহ বের করে নেবার আইন বানাতে কি পরিবর্তন চাইছি ? রাইটার্সে না যেতেই যারা একদুটো পঞ্চায়েতে যেভাবে পয়সা মারার কেরামতি দেখিয়েছে তাদের সঙ্গে তথাকথিত হার্মাদের এক পাল্লায় ওজন করার মতো হিম্মৎ কোনও পরিবর্তনওয়ালা বা ওয়ালীর কলিজায় আছে কি ? না, কখনো ঐ পরিবর্তন চাই না। এলোমেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই। পরিবর্তন চাই ! আমি হুটার বাজিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে যাবো এখন তোমরা তাকিয়ে দেখো।

বুদ্ধবাবু বরং আপনিও ওদের দলে চলে যান। আপনাকে ওদের দলের কালচার মতো কম করে কোলকাতা জেলা কমিটির সভাপতিটাই বানিয়ে দেবে। সঙ্গে ২/৫ টা চুল দাড়িওয়ালা রামছাগল এবং সিনেমার পর্দার নাচনেওয়ালা, গানেওয়ালী নিয়ে যান। তারা ২/৪ বছরে এম.এল.এ; এ.এম.পি. হয়ে যাবে মনে হয়। চটকদারী রাজনীতি বাংলাকে আরো কিছুদিন ন্যাংটো করে ছাড়বে। এভাবে বিরোধীদলের বেঞ্চে বসলে বহু দেরী হবে আপনার আবার রাইটার্সে ফিরতে। তার থেকে বরং ঐ দুনিয়ার ডাস্টবিন শতমূলে চলে যান। ফিরতে পারবেন তাড়াতাড়ি। একটু পাল্টে নেবেন। কেউ মারা গেলেও তাকে আপনারা ফুল দিয়ে কিল দেখান। এবার না হয় ফুল দিয়ে প্রণামটা করবেন। ছেঁড়া খদ্দরের কিছু পাঞ্জাবী পাতলুন এখনো সুদীপ, সৌমেনের ঘরে আছে, ওগুলো আনিয়ে নিন। সেপটিপিন লাগানো মুগুর চপ্পল তো আপনার দলের নিচুতলার কারো নেই, বোলেরো টাটাসুমোর সওয়ারী বেচারারা। ওটাতো একজোড়া চাই, পরিবর্তন চাই যে ! কথাটা আপনাকেই বললাম দেখবেন কোনও দাদা, দিদি যেন জানতে না পারে।

আমিও এক সময় পরিবর্তন চাইতাম। যে পরিবর্তন চেয়েছিল অগ্নিযুগের মাথামোটা বিপ্লবীরা, ফাঁসি-গুলি খেয়ে যারা মন্ত্রী হতে পারলোনা। কানাঘুঁষো শুনছি নেতাজী নাকি বেঁচে এবং শিগ্রী ফিরবেন। রিটায়ারের পর ঐ দ[illegible] যদি যেতে পারি তার জন্য মালা গাঁথছি। অবশ্যই সে দল সি.পি.এম. এর এঁটো [illegible] অবসরের [illegible] একটু পরি[illegible] প্লিজ।

সম্পাদকের মাতৃবিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জঙ্গিপুর চিঠি'র সম্পাদক বিমান হাজরার মা বীণাপাণি দেবী (৮৪) গত ১৮ জানুয়ারী জঙ্গিপুর হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তিনি বেশ কিছুদিন থেকে অসুস্থ ছিলেন।

মিঠিপুরে শিবমন্দির উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুরে দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা হ'ল ১৭ জানুয়ারি। মন্দির উদ্বোধন এবং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন পণ্ডিত কমলাকান্ত মিশ্র। পূজাপাঠ, যাগযজ্ঞ, ভজন কীর্ত্তনের মাধ্যমে ভক্তরা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন। রাতে দুর্গা মন্দির ট্রাষ্টিবাড়ীতে নরনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা হয়।

শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের নূতনগঞ্জ গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ সাহা (৮৯) গত ১৭ জানুয়ারী গ্রামে পরলোকগমন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এবং পরবর্তীতে কর্মজীবনে বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি গত ২২/৬/১৯৯৮ তারিখে জঙ্গীপুর রেজেষ্ট্রী অফিসে রেজেষ্ট্রীকৃত IV-36 নং আমমোক্তায় দলিল মূলে আমার ভ্রাতা পবিত্র সরকার পিতা মৃত বাসুকীনাথ সরকার সাং+পোঃ+থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ আমার পিতার নামীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত যাবতীয় মৌজাস্থিত সম্পত্তি যাহা আমি আমার পিতার মৃত্যান্তে ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা সম্পর্কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম। যে উদ্দেশ্যে আমি আমার ভ্রাতাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম তাহার বর্ত্তমানে কোন প্রয়োজন না থাকায় আমি জঙ্গীপুর রেজেষ্ট্রী অফিসে ০৭/০১/২০১১ তারিখ IV-00014 "রোহিতকরণ" দলিল রেজেষ্ট্রী করিয়া আমার ভ্রাতাকে প্রদান করা আমমোক্তার রদ ও রহিত করিলাম। রোহিতকরণ দলিলের পরবর্ত্তীতে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা আমার ভ্রাতার নিকট হইতে আমমোক্তার মূলে আমার বকলমে কোন কার্য বা জমি খরিদ কবিলে তাহা অবৈধ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

তাপসী রায়, স্বামী-অসীম কুমার রায়, সাং-রায়কানন,
পোঃ+থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ

সুরবিতানের সমাবর্তন অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৯ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবন মঞ্চে সুরবিতান সংগীত সমিতির সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। নৃত্য, গীত ও আবৃত্তির এক সুন্দর অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সুরবিতান সংগীত সমিতির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষক দেবাশিস্ ব্যানার্জীকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়।

বইমেলা না সংস্কৃতি মেলা ?

(১ম পাতার পর)

বই। মাধ্যম অবশ্যই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এর প্রচেষ্টা একক হতে পারে না, একটি ক্লাব সংগঠন হতে পারে না, একটি দল হতে পারে না। প্রয়োজন সার্বিক প্রচেষ্টা। কমিটি তৈরী হবে দলমত ব্যক্তি রাজনীতির উর্ধ্বে। এই বইমেলার গর্ব সমগ্র জঙ্গিপুরবাসীর। ভালো কিছু হলে গর্বে মহীয়ান হবে, কৃতিত্ব বহন করবে আপামর জঙ্গিপুরের মানুষ। মুষ্টিমেয় ক'জন নয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা গত ২৩-১১ তারিখ ৩ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকা প্রবেশমূল্যের সিদ্ধান্ত নিয়ে জঙ্গিপুর বইমেলা শেষ হলো আর ২৬-১-১১ তারিখ কলকাতা বইমেলা শুরু হচ্ছে কোনো প্রবেশ্যমূল্য ছাড়াই। এ এক অভিনব দৃষ্টান্ত থেকে গেলো ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। কলকাতা বইমেলা লিটিল ম্যাগাজিনের ষ্টলের জন্য কোনো পয়সা নিচ্ছে না। জঙ্গিপুরে বইমেলাতে ছাড় নেই। কর্তৃপক্ষ হয়তো বলবেন প্রয়োজন নেই লিটিল ম্যাগাজিনের, যদি পয়সা দিতে না পারে। তবে উত্তরটাও এমন হতে আপত্তি কোথায় ? এমন এক চরম ক্ষয়িষ্ণুতার সময়েও যাঁরা শুধু পকেটের পয়সা বিকিয়ে নিছক পাগলামিতে নিজের সাহিত্য কর্মটি ছাপাবার দুঃসাহস দেখিয়ে চলেছেন জঙ্গিপুরের মতন মাটিতেও তারা নমস্য। তাদের কাছে পয়সা নেওয়া দূরে থাক। তাদের জন্য আসল সহাস্য বদনে স্বীকৃত থাকা উচিত। লিটিল ম্যাগ্ ব্যতীত বইমেলা বাঁচে না, বাঁচতে পারে না। এরাই ভোরের সূর্য। আগামী দিনের প্রবক্তা। সবশেষে আসি সংস্কৃতি মেলার কথায়। বইমেলার অপর নাম সাহিত্যমেলা। যা মূল্যায়নের কথা বলে। তা এখানে আদৌ প্রাধান্য পায় কি ? এখন রবীন্দ্র সার্ধশতবর্ষ চলছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যমূল্যায়নের কোনো পদক্ষেপ সেখানে ছিল কি ? সার্ধশতবর্ষে বিবেকানন্দের নাম একটি বারের জন্য উচ্চারিত হয়েছে কি ? আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের শতবর্ষকে শ্রদ্ধা জানানোর প্রয়োজনীয়তা কি আদৌ ছিল না ? এছাড়া বইমেলার ভবিষ্যৎ প্রসার ও পরিকল্পনা বিষয়ে সুধী দর্শকদের সঠিক মতামত জানবার জন্য অথবা উপস্থিত বইষ্টল মালিকদের কাছেও জঙ্গিপুর বইমেলা সম্পর্কিত অভিমত, উদ্যোক্তা ও প্রকাশক মুখোমুখি, বিভিন্ন লাইব্রেরিয়ানদের আমন্ত্রিত করে তাদের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ সার্থক অভিমত ইত্যাদি সাহিত্য বিষয়ক কত শত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেত না কি ? এগুলি উপস্থাপিত করার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘদিনের উদ্যোগ। সুচিন্তিত কর্মোদ্যোগ। সর্বজনের অভিমত ও সহায়তা। সাংস্কৃতিক বা শিক্ষাব্রতী মানুষদের নিয়ে ভালোমাপের একটি বলিষ্ট সাংস্কৃতিক উপসমিতি গঠন করে দীর্ঘদিনের যৌথ প্রয়াসে পাওয়া যেতে পারে সার্থক যোগসূত্রফল। বলা যায় ২০১১-র বইমেলার অভিজ্ঞতাকে শেষ হাতিয়ার করে, তার পর দিন থেকেই শুরু হওয়া উচিত ২০১২-র জন্য ভাবনা।

জঙ্গিপুর বইমেলার প্রকৃত শুভাকাঙ্খী একজন দরদী মানুষ হিসাবে স্পষ্টতরভাবে যে ব্যক্তিগত অভিমতগুলি তুলে ধরলাম তা নিতান্তই জঙ্গিপুর বইমেলার আগামী বলিষ্ঠতর রূপের প্রকাশ ঘটাতে, জঙ্গিপুরের বই নামক মেলাটিকে এক অনন্য দৃষ্টান্তের প্রতিভূ হিসাবে প্রতিভাত করতে। এরজন্য দরকার সমালোচনা। বিশুদ্ধ সমালোচনা। অগণিত সমালোচনা। কারণ একথা জানি নিশ্চিত – "ব্যাঘাত আসুক নব নব আঘাত খেয়ে অচল রব বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয় ডঙ্ক।"
সমালোচনার দর্পণই শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় আরোহণের একমাত্র পথ।

পরপর দুর্ঘটনা অথচ লেবেল ক্রসিং প্রহরাবিহীন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা থেকে নিমতিতা পর্যন্ত জনবহুল অনেক জায়গায় প্রহরী বিহীন রেল ক্রসিং আছে। সে গুলোতে প্রায় দুর্ঘটনায় মানুষ মারা যাচ্ছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে একই জায়গায় একটি রিক্সার সাথে নবদ্বীপ এক্সপ্রেস ট্রেনের সংঘর্ষে মারা যায় দুই আরোহী। তারও পূর্ব্বে ধুলিয়ানের নিকট গোপালপুর গ্রামে প্রহরাবিহীন রেল ক্রসিং এ মৃত্যু হয় একটি ছাত্রীর। অথচ রেল দপ্তর উদাসীন। প্রহরাবিহীন রেল ক্রসিংগুলোর সুরক্ষায় কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এর প্রতিবাদে কয়েকটি জায়গায় রেল অবরোধও হয়েছে। এ খবর জানালেন রামেশ্বরপুর গ্রামের বাসিন্দা সুকুরুদ্দিন সেখ, এনায়েৎ সেখ প্রমুখ।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

ফ্রেণ্ডশীপ ফুটবল কাপের খেলায় মানুষের (১ম পাতারপর)

সেরা খেলোয়াড় হিসাবে বিবেচিত হন ফরাক্কা থানার বাবুরাম মাণ্ডি। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার টাইগার ক্লাবের আনারুল হক। খেলার মধ্যে পাঁচটা থানার পুলিশ থেকে এস.ডি.পি.ও., আই.সি. বনাম মহকুমার অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে এক প্রীতিপূর্ণ ফুটবল খেলাও অনুষ্ঠিত হয়। পুরোনো দিনের খেলোয়াড়দের মধ্যে সুভাষ মুখার্জী, আব্দুল বাসির ও শাজাহান বাদশাকে পুরস্কৃত করেন এস.ডি.পি.ও আনন্দ রায়। জেলার ৫ টা মহকুমা থেকে বাছাই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে বাংলাদেশের ফুটবলারদের সঙ্গে এক প্রীতিপূর্ণ খেলারও পরিকল্পনা নেয় এই কমিটি। উল্লেখ্য, ঐ অনুষ্ঠানে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান জ্যাকলার মির কামালুদ্দিনের ফুটবল নিয়ে নানা কৌশল দর্শকদের বিশেষভাবে আনন্দ দেয়।

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ
(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)
আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।
: জ্যোতিষ বিভাগে :
অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।
শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।
(অগ্রিম বুকিং করুন)
Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088
PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008
Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000
ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।